84102 - যে প্রেমের শেষে পরিণতি হচ্ছে বিয়ে; সেটা কি হারাম?

প্রশ্ন

যে প্রেমের শেষে পরিণতি হচ্ছে বিয়ে; সেটা কি হারাম?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

একজন পুরুষ ও বেগানা নারীর মাঝে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যেটাকে মানুষ "প্রেম" নামে অভিহিত করে থাকে; সেটা কতগুলো হারাম কাজ এবং শরিয়ত ও চরিত্র পরিপন্থী বিষয়ের সমষ্টি।

এ ধরণের সম্পর্ক হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন বিবেকবান ব্যক্তি সন্দেহ করতে পারে না। কারণ এতে রয়েছে— বেগানা নারীর সাথে নির্জনে অবস্থান, বেগানা নারীর দিকে তাকানো, প্রেম ও অনুরাগমূলক কথাবার্তা; যে সব কথা যৌন কামনা ও চাহিদাকে উত্তেজিত করে। এ ধরণের সম্পর্কের ফলে এগুলোর চেয়েও জঘন্য কিছু ঘটতে পারে; যেমনটি বাস্তবে দেখা যায়।

আমরা ইতিপূর্বে 84089 নং প্রশ্নোত্তরে এ ধরণের কিছু হারাম কাজের কথা উল্লেখ করেছি; সে প্রশ্নোত্তরটিও পড়া যেতে পারে।

দুই:

গবেষণায় সাব্যস্ত হয়েছে যে, যে বিয়েগুলো ছেলে-মেয়ের পূর্ব প্রেমের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয় সে বিয়েগুলোর অধিকাংশই ব্যর্থ। পক্ষান্তরে, যে বিয়েগুলো এ ধরণের হারাম সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সে বিয়েগুলো সফল; যেগুলোকে মানুষ "গতানুগতিক বিয়ে" নামে অভিহিত করে থাকে।

ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী সৌল-জুর-ডন এর মাঠ পর্যায়ের একটি গবেষণার ফলাফল হচ্ছে: "যে বিয়ের পাত্র-পাত্রী বিয়ের আগে প্রেমে পড়েনি এমন বিয়ে তুলনামূলকভাবে বড় সফলতা বাস্তবায়ন করছে।"

অপর এক সমাজবিজ্ঞানী 'আব্দুল বারী' কর্তৃক ১৫০০ টি পরিবারের ওপর পরিচালিত গবেষণার ফলাফল হচ্ছে: ৭৫% এর বেশি প্রেমঘটিত বিয়ে তালাকের মাধ্যমে পরিসমাপ্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে, গতানুগতিক বিয়ের ক্ষেত্রে, তথা পূর্ব-প্রেমঘটিত নয় এমন বিয়েগুলোর ক্ষেত্রে এর শতাংশ ৫% এর নীচে।

এ ফলাফলরে পছেনে প্রধান যে কারণগুলো থাকতে পারে সগেুলো হচ্ছে:

১। আবগেরে তাড়নায় দোষ-ত্রুটি দখো ও যাচাইবাছাই করার ক্ষত্রেে অন্ধ হয়ে থাকা। যমেনটি বলা হয়: وعين الرضا عن كل عيب كليلة (ভক্তরি চোখ দোষ দখোর ক্ষত্রেে অন্ধ)। হতে পারে পাত্র-পাত্রী দুইজনরে একজনরে মাঝে কংিবা উভয় জনরে মাঝে এমন কছিু দোষ রয়ছেে যগেুলোর কারণে তনিি অপর পক্ষরে উপযুক্ত নন। কন্তিু, এ দোষগুলো বয়িরে পরে ফুটে উঠে।

২। প্রমেকি ও প্রমেকিা উভয়ে ধারণা করনে য, জীবন হচ্ছ— একটি 'লাভ জার্নি'; যার কোন অন্ত নইে। এ কারণে আমরা দখেি য, তারা ভালবাসা ও ভবষ্যিৎ-স্বপ্ন ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোন বষিয়ে কথা বলে না। পক্ষান্তর, জীবন ঘনষ্ঠি নানাবধি সমস্যা ও সগেুলোকে মোকোবলিা করার পদ্ধতি তাদরে আলোচনায় স্থান পায় না। কন্তিু, তাদরে এ ধারণা বয়িরে পর চুরমার হয়ে যায়। যখন তারা জীবনরে নানা সমস্যা ও দায়-দায়ত্বিরে মুখোমুখি হয়।

৩। প্রমেকি-প্রমেকিা সাধারণতঃ সংলাপ ও আলোচনায় অভ্যস্ত নয়। বরং তারা ত্যাগ ও অপর পক্ষকে সন্তুষ্ট করার জন্য স্ব-ইচ্ছা বসির্জন দয়োয় অভ্যস্ত। বরং তাদরে দু'জনরে মাঝে তমেন কোন মতভদে হয় না। কারণ প্রত্যকে পক্ষ অপর পক্ষকে সন্তুষ্ট করবার জন্য ছাড় দতিে প্রস্তুত! কন্তিু, বয়িরে পররে অবস্থাটি এর সম্পূর্ণ বপিরীত। অনকে ক্ষত্রেইে তাদরে আলোচনা সমস্যার রূপ ধারণ কর। কনেনা তাদরে দু'জনরে প্রত্যকেে কোন প্রকার আলোচনা-পর্যালোচনা ব্যতরিকেে স্বীয় মতরে প্রতি অপর পক্ষরে সম্মতি পয়েে অভ্যস্ত।

৪। প্রমেকি-প্রমেকিা একে অপররে কাছে নজিরে য চরত্রি ফুটয়িে তোলে সটো তার আসল চরত্রি নয়। প্রমেকালীন সময়ে দুই পক্ষরে প্রত্যকে পক্ষ অপর পক্ষকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য কোমলতা, নম্রতা ও আত্মত্যাগরে চরত্রি ফুটয়িে তোলার চষ্টো কর। কন্তিু, তার পক্ষে এ চরত্রিরে ওপর আজীবন অবচিল থাকা সম্ভবপর হয় না। তাই বয়িরে পর তার আসল চরত্রি ফুটে উঠ। আর সইে সাথে সমস্যাগুলো শুরু হয়।

৫। প্রমেকালীন সময়টা অধকিাংশ ক্ষত্রেে রঙনি সব স্বপ্ন ও অতরিঞ্জন ভত্তিকি হয়ে থাক; যার সাথে বয়িরে পররে বাস্তবতার মলি থাকে না। প্রমেকি তাকে প্রতশ্রিুতি দয়ে য, শীঘ্রই স তার জন্য চাঁদরে টুকরা হাযরি করব, তাকে পৃথবিীর সবচয়েে সুখী নারী না করে স্বস্তি পাবে না...ইত্যাদি। বপিরীত দকিে প্রমেকিা বল— স যদি তাকে পায় তাহলে তার সাথে একটা রুমইে থাকতে পারব, ফ্লোরে ঘুমাতে পারব, তার কোন চাওয়া-পাওয়া নাই, তাকে পলেইে চলব!! যমেন জনকৈ ব্যক্তি প্রমেকি-প্রমেকিাদরে উক্তি উদ্ধৃত করতে গয়িে বলছেনে: "أطعمني جبنة" "لقمة صغيرة تكفينا" و "عش العصفورة يكفينا" ، وزيتونة" (চড়ুই পাখরি বাসা ও ছোট্ট এক লোকমা খাবার আমাদরে জন্য যথষ্টে। এক টুকরা চজি ও একটি যাইতুন পলেইে আমি সন্তুষ্ট।) এসব আবগে তাড়তি ও অতরিঞ্জতি কথা। স জন্য উভয় পক্ষ অতদ্রিুত এ কথাগুলো ভুলে যায় কংিবা বয়িরে পর ভুলে যাওয়ার ভান ধর। বয়িরে পর স্ত্রী স্বামীর কৃপণতা ও তার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ না করার অভযিোগ কর। আর স্বামী স্ত্রীর ব্যাপক চাহদিা ও প্রচুর খরচরে অভযিোগ কর।

উল্লেখিত কারণগুলো ও আরও অন্যান্য কারণে বিয়ের পরে উভয় পক্ষ কোন রাখঢাক ছাড়াই বলে যে, সে প্রতারিত হয়েছে, সে খুব তাড়াহুড়া করে ফেলেছে। পুরুষ লোকটা এই ভেবে আফসোস করে যে, তার বাবা তার জন্য যে মেয়েটি ঠিক করেছিল সে ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করল না কেন। আর মেয়ে লোকটি এই ভেবে আফসোস করে যে, তার পরিবার তার জন্য যে ছেলেটি ঠিক করেছিল সে ঐ ছেলেটিকে বিয়ে করল না কেন; অথচ পরিবার তো তাকে তার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার উপর ছেড়ে দিয়েছিল!

ফলাফল হল: যে বিয়েগুলোর পক্ষদ্বয় ভাবত যে, অচিরেই তারা হবে দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী দম্পতির উদাহরণ তাদের মাঝে তালাকের শতাংশ এত বেশি সংখ্যায়!!

তিন:

উল্লেখিত কারণগুলো— ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও দৃশ্যমান; যেগুলোর সত্যতার পক্ষে সাক্ষী দেয়া বাস্তবতা। কিন্তু আমাদের উচিত হবে না, এ বিয়েগুলো ব্যর্থ হওয়ার প্রধান যে কারণ সেটাকে এড়িয়ে যাওয়া। সে কারণটি হচ্ছে— এ ধরণের বিয়েগুলোর ভিত্তিপ্রস্তর আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম এ ধরণের পাপময় সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিতে পারে না; এমনকি সেটা যদি বিয়ের উদ্দেশ্যে হয় তবুও। তাই এ ধরণের বিবাহে আবদ্ধ দম্পতিদের ওপর আসমানী শাস্তি আসেই আসে। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: "যে ব্যক্তি আমার যিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার জন্য রয়েছে কষ্টের জীবন"।[সূরা ত্বহা, আয়াত: ১২৪] কঠিন ও কষ্টদায়ক জীবন আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা ও তাঁর ওহি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার প্রতিফল।

আল্লাহ্‌ তাআলা আরও বলেন: "আর যদি গ্রামবাসীরা ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম।"[সূরা আরাফ, আয়াত: ৯৬] আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বরকত হচ্ছে ঈমান ও তাকওয়ার প্রতিদান। যদি ঈমান ও তাকওয়া না থাকে কিংবা কম থাকে তাহলে বরকত কমে যায় কিংবা একেবারে নাই হয়ে যায়।

আল্লাহ্‌ তাআলা আরও বলেন: "যে পুরুষ বা নারী ঈমানদার অবস্থায় সৎকাজ করবে তাকে আমি উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের শ্রেষ্ঠ কাজের পুরস্কার দিব।"[সূরা নাহল, আয়াত: ৯৭] অতএব, উত্তম জীবন হচ্ছে— ঈমান ও নেক আমলের প্রতিফল।

আল্লাহ্‌ তাআলা সত্য বলেছেন যে: "অতএব যে লোক আল্লাহ্‌র ভয় ও সন্তুষ্টির উপর স্বীয় ভবনের ভিত্তি স্থাপন করে সে কি ভাল, না যে পড়পড় এক ভাঙ্গনের কিনারায় তার ভবনের ভিত্তি স্থাপন করে আর এই ভবন তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে ভেঙ্গে পড়ে সে ভাল? আল্লাহ্‌ জালিমদেরকে হেদায়েত করেন না।"[সূরা তাওবা, আয়াত: ১০৯]

অতএব, যে ব্যক্তির বিবাহ এমন হারাম ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে তার উচিত অবিলম্বে তওবা ও ইস্তিগফার করা। নতুনভাবে পুণ্যময় জীবন শুরু করা। যে জীবনের ভিত্তি হবে ঈমান ও নেক আমল।

আরও জানতে দেখুন: 23420 নং প্রশ্নোত্তর; সেখানে বাড়তি কিছু তথ্য আছে।

আল্লাহ্ই তাঁর পছন্দনীয় ও সন্তোষমূলক আমলের তাওফিকদাতা।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।